বিমূঢ় স্তুতি

মখদুম আজম মাশরাফী

আজ এ্যানজাক দিবস
পদকে ভরা বুক, শহর ভরা পতাকার উৎসব
প্রভাত ফেরীতে ফুল আর বিউগ্যল
সময়কে করছে ভারী ও গম্ভীর।
যুদ্ধ ও যোদ্ধার গৌরবকে মহিমান্বিত করে আজ মার্চ পাস্ট।

মিডিয়ায় ভাষা ও ছবির চমৎকার ব্যবহারে
অতীত জীবন্ত হয়ে বর্তমানকে করছে আলিঙ্গন।
আবেগে আপ্লুত বৃদ্ধ ও যুবতীর প্রান
উথলে উঠছে ঝড়ো প্রকৃতির মত।

অথচ এসবই শুধু একপেশে হত্যা ও নিষ্ঠুরতার বর্ননা,
টগবগে তরুনের সৃষ্টিশীল মন ও শরীরকে
সমর সজ্জায় সাজিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া।
এ যেন সেই রোমিও গ্লাডিয়েটরদের নিষ্ঠুর খেলা।

এ যুদ্ধ তো এ গ্রহেরই অন্য সব সুখপ্রার্থী তরুন ও তরুনীর
বিরুদ্ধে মৃত্যুর অভিযান
এ যুদ্ধ তো সুখী ও শান্তিকামী জনপদ ধ্বংসের সুসজ্জিত আয়োজন।
এ যুদ্ধ তো পৃথিবীর বহুভাষী তরুন তরুনীর প্রেমমগ্ন উষ্ণ ভালবাসা গুলি
নাপামের নিষ্ঠুর আঘাতে জ্বালানো।
বলুন তো এ যুদ্ধের বিজয় আসলে কার আর কারবা পরাজয়?

আগ্নেয়াস্ত্র তো শুধু কেড়ে নিতে পারে প্রান
জ্বালিয়ে পাথর বানাতে পারে পলিময় শস্যবতী মাটি;
বিস্ফোরনে নিশ্চিন্থ করে দিতে পারে
মানবিক কীর্তিময় শিল্পকর্ম, মহান বিজ্ঞান।
গ্রন্থাগার ভস্ম হয়ে বাতাসে উড়তে পারে অনন্তের শব্দহীন মনিষীর বাণী।

তেজষ্ক্রিয়ে বিকলাঙ্গ শিশুকে প্রশ্ন করুন
যুদ্ধ কি গৌরব?
পিতৃহারা সন্তানকে প্রশ্ন করুন
যুদ্ধ কি বীরগাঁথা?

উদ্বাস্তু শিশু, বৃদ্ধ, রমনীর রক্তে ভেজা তুষারের হীম সন্ত্রাস
যারা ছড়ায় তরুন প্রানে গৌরবের নামে
তারা খুনী, তারা পশু, তারা রাক্ষস।

পদকের মিথ্যে ছটায় ওরা ধাঁধাঁয় পৃথিবী,
অস্ত্রাগার ভরে ওরা অনাহারী বাস্তুহীন মানুষের অন্ন-গ্রাস কেড়ে,
ধর্ম ও বিজ্ঞান, মেধা ও মনীষা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে
হাতে গোনা গুটিকয় রাক্ষসের পায়ে।

শহর ও জগত নির্বোধ প্রানীর মত সমবেত হয় ঐ সব
রাবনের আয়োজিত বর্নময় শোক ও উৎসবে।

শুধু অন্য এক যুদ্ধ আসবে বলে,
শুধু অন্য এক সন্ত্রস্ত জনপদ ছেড়ে শিশু-বৃদ্ধ-রমনীর ঢল
দাবদাহে শংকিত প্রানীর মত পালাবে উদ্দেশ্যহীন বলে
এখনও আমরা করি 'বীরের বন্দনা', করি যুদ্ধের বিমূঢ় স্তুতি।

এ্যাশফিল্ড/ সিডনী
২৬ এপ্রিল ১৯৯৯